Government of West Bengal
Directorate of Health Services
PH & CD Branch
Swasthya Bhawan (Wing-B, 1st Floor)
Block-GN, No.-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700 091

Memo No. HPH/3F-01-2012/ 391 - **Dated : Kolkata, the** 08/4/ **2016.**

CIRCULAR

With the onset of the summer season, mercury has soared up in most of the parts of the state. To add to the effect of the high ambient temperature the humidity is also often very high in this season. It is to be kept in mind that there is risk of illnesses related to heat exposure in this situation, particularly for people exposed to hot and humid environment or to the direct sun for long duration.

Guidelines on prevention and management of heat stress/stroke (in Bengali) along with daily reporting format are enclosed herewith. The same is to be circulated among all concerned Health Units for arranging preventive and case management measures. In case a heat wave starts, a daily reporting has also to be initiated in the prescribed format. If any mortality occurs due to heat related conditions, the particulars of the case(s) have to be reported to the Dy. CMOH-II who will in turn pass the information to State IDSP mailbox (idsp.wb@gmail.com) and to the ADHS (EC, NC & ES) of this Directorate (nimaichandra.61@gmail.com).

Dy. CMOH-Is are directed to ensure adequate stock of ORS, injectables (normal saline & Ringer's lactate), antihistaminic, anti pyretic, infusion set, antibiotics etc so that the districts do not suffer from any scarcity. He will also verify whether any scarcity is existing in the Health Units or not.

Dy. CMOH-IIs are instructed to keep liaison with other departments and the Superintendents of different hospitals for proper attention, management and reporting along with the IEC to the community as well.

At the block level, in addition to ensuring the logistics etc, instant arrangement of ice cold water for sponging the affected patients should be kept ready.

If required, an intersectoral collaborative meeting may be organized with presence of CMOH, Dy. CMOH-I, Dy. CMOH-II and General Administration.

If cases of heat related illness are found to attend hospital/ health centre in frequent numbers, the matter is also to be informed will relevant data.

B. Vatpaul 8/4/16

Director of Health Services
& Ex-officio Secretary, W.B.

Memo No. HPH/3F-01-2012/ 391/1(65) **Dated : Kolkata, the** 08/4/ **2016.**

Copy forwarded for information to :-

1) The Dy. D.H.S(Admin.), Govt. of West Bengal, with request to circulate the document in all hospitals under her jurisdiction.
2-13) The M.S.V.P., ... (all Govt. Medical Colleges in the state).
14-39) The CMOH, ... (all districts & Health Districts).
40-65) The Dy. CMOH-II, ...(all districts & Health Districts).

B. Vatpaul 8/4/16

Director of Health Services
& Ex-officio Secretary, W.B.

নির্দেশিকা

বিষয় : তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত অসুবিধার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। বিশেষতঃ, যাদের মাঠে-ময়দানে অনেকক্ষণ পরিশ্রম করতে হয়, উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে কাজ করতে হয় বা উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ/ ব্যতীত বিকিরণকারী শিল্পকেন্দ্রে কাজ করতে হয়, তাদের কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য শরীরের উপর নানারকম ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেমন - হিট স্ট্রোক, হিট হাইপারপাইরেক্সিয়া এবং হিট ক্র্যাম্প ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত অসুবিধাগুলি প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

ক) জনসচেতনতা বৃদ্ধি :

১। সরাসরি তাপের প্রভাব এড়ানোর জন্য ছাতা ব্যবহার করা উচিত।
২। প্রচণ্ড তাপমাত্রা এড়ানোর জন্য সকাল বেলা কাজ শুরু করে দুপুরের আগেই কাজ শেষ করা উচিত।
৩। ছাতার অভাবে মাথা ও কাঁধ ভিজে গামছা/তোয়ালে/কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যায়।
৪। মাথা ও দেহ না ঢেকে ঘন্টার পর ঘন্টা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।
৫। শীতল জল সঙ্গে রাখতে হবে এবং মধ্যে মধ্যে জল পান করতে হবে।
৬। সময়ে সময়ে শরীরের ঘাম মুছে ফেলা দরকার।
৭। প্রচণ্ড রোদে ঘোরাফেরার সময় মাঝে মাঝে ছায়াতে বা বাড়ির মধ্যে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।
৮। প্রচণ্ড গরমের সময় হালকা, ঢিলে এবং হালকা রঙের জামাকাপড় পরা উচিত।
৯। নির্ভরযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় শীতল পানীয় জল সরবরাহ করা উচিত।
১০। কাজের প্রকৃতি অনুসারে রোদ-চশমা, হেলমেট, দস্তানা ব্যবহার করা যেতে পারে।
১১। জেলা-প্রশাসন, জনস্বাস্থ্যকারিগরী বিভাগ, পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসক/ মহকুমাশাসক/ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চল চিহ্নিত করে উপরোক্ত বিষয়গুলি জানানোর জন্য সভার আয়োজন করে যেতে পারে।

খ) ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র / প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্তর এবং হাসপাতালগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ও.আর.এস., নরমাল স্যালাইন, রিংগার্স সলিউশন, অ্যান্টিপাইরেটিক ও অ্যান্টিহিস্টামিনিক ওষুধ, বরফের ব্যাগ, ইনফিউশান সেট এবং প্রয়োজনীয় কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের ভাণ্ডার মজুত করা প্রয়োজন। ফ্রিজ (ডোমেস্টিক/ ডিপ) থেকে বরফের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. হিট স্ট্রোক, হিট হাইপারপাইরেক্সিয়া এবং হিট ক্র্যাম্প ইত্যাদিতে আক্রান্ত রোগীর খবর পাওয়া বা হাসপাতালে আসা মাত্র তাকে অবশ্যই ভর্তি নিতে হবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে। রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক হলে তবেই তাকে ছাড়া যাবে।

৩. এই ধরনের ঘটনায় কারও মৃত্যু সংবাদ পেলে অবিলম্বে তার বিশদ বর্ণনা (কারণসহ) জেলা স্বাস্থ্যকর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে, যা তিনি রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরে ঐ দিনই জমা করবেন।

৪. হিট স্ট্রোক সংক্রান্ত সাপ্তহিক প্রতিবেদন (আক্রান্ত / মৃত্যু) অবশ্যই জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পাঠিয়ে যেতে হবে।

গ) উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রীয় স্তরে প্রস্তুতি ও কার্যসমূহ :

১। আঞ্চলিক পর্যায়ে সব কর্মচারী এবং সুপারভাইজাররা জনগণকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সচেতন করবেন। তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য অসুস্থদের ও.আর.এস. প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার পর তাদের বিভিন্ন গ্রামীন হাসপাতাল ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

২। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অতিরিক্ত ও.আর.এস.-এর প্যাকেট মজুত রাখতে হবে। ব্লক/ জেলা স্বাস্থ্যকর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা এই প্যাকেটের ভাণ্ডার সর্বদা পূর্ণ রাখবেন।

৩। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য আধিকারিককে অবশ্যই সাপ্তাহিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। জেলা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-প্রশাসন ঘটনাবলীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকগণকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা জেলাস্তর থেকে আঞ্চলিকস্তর পর্যন্ত সব সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং কর্মচারীদের এই ব্যাপারে তথ্য ও সহায়তা প্রদান করবেন।

সংযোজনী

তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত অসুস্থতা : হিট ক্র্যাম্প, হিট এক্সজশসান, হিট স্ট্রোক

হিট ক্র্যাম্প = অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীরে জলের অভাব ঘটে এবং মাংসপেশীতে টান বা খিঁচুনি দেখা যায়। হাত, পা বা পেটে খিঁচুনি হলে, প্রতিরোধক হিসাবে ইলেকট্রোলাইট দ্রবণ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল খাওয়া যেতে পারে।

হিট এক্সজশসান = শরীরের আভ্যন্তরীন শীতলীকরণ প্রক্রিয়া অতিরিক্ত তাপদাহের দ্বারা প্রভাবিত হয় ও শরীরে জলের অভাব ঘটে। লক্ষণ - মাথা যন্ত্রণা, অতিরিক্ত ঘাম, প্রচন্ড পিপাসা, দুর্বলতা, আচ্ছন্নতা, অবসাদ, নাড়ির দ্রুত গতি, ক্ষুধামান্দ্য, প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট, মানসিক উদ্বেগ, রক্তচাপ হ্রাস ইত্যাদি।

শরীরের তরলহীনতা দূরীকরণের জন্য আক্রান্তকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল/ ইলেকট্রোলাইট পান করান এবং ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে যান।

হিট স্ট্রোক = মাত্রাতিরিক্ত তাপদাহের প্রভাবে দেহে জলীয় পদার্থ ও খনিজের অভাব ঘটে। দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাণান্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ব্যক্তির ঘামের অভাব, উত্তপ্ত লাল ত্বক, দ্রুত নাড়ির গতি, বমি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, আচ্ছন্নতা, জ্ঞান হারানো এমনকী মৃত্যুও হতে পারে।

প্রতিরোধক হিসাবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে শীতল জলে স্নান করানো, পাখার বাতাস করা, ঠাণ্ডা জিনিসের প্রলেপ দেওয়া এবং তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

Daily report on Heat Stress patients.

Name of the district:
From:
Date:

Number attended hospital with Heat Stress	Cumul-ative number	no of pts admitted with Heat Stress	Cumula-tive number	Number of pts discharged	Cumula-tive number	Number of death from Heat Stress	Cumula-tive number

Line list of patients admitted with Heat Stress

Sl No	Name of patient	Address	Age	sex	name of hospital	Date of admission	Outcome	
							Discharge	Death